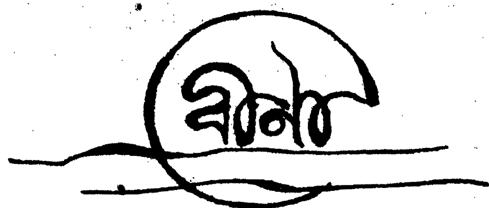


শ্রী সন্তোষকুমার পাল

প্রকাশক :—
শ্রীললিতমোহন রায়, বি, এল,
১৬নং ক্ষেত্র মিত্রের লেন, শালিখা।

আনন্দ প্রেস,
২৪নং ইন্দ্র রায় রোড, ভবানীপুর হইতে
শ্রীরবীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
প্রথম সংস্করণ।

জনক জননীর শ্রীচরণে

জীবন প্রভাতের প্রথম চয়ন

অর্পণ করিলাম।

কবিতা কয়টির অধিকাংশই অনেকদিন পূর্ব্বে সাময়িক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'রাজবিচার' ও 'প্রার্থনা' এই দুইটি ইংরাজী কবিতার ভাবাবলম্বনে রচিত। অতীতের ধূলা ঝাড়িয়া কবিতাগুলি পুনর্মুদ্রনের বিশেষ কোন সার্থকতা না থাকিলেও কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

ভবানীপুর,
২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৭।

সূচীপত্র ।

বিকাশ	...	১
নদীতীরে	...	১০
কপালকুণ্ডলা	...	১২
বাঁশরী	...	১৬
অশ্রু-অর্ঘ্য	...	১৮
সুপ্তোত্থিত	...	২২
পল্লীমাধুরী	...	২৫
বসন্তের রাণী	...	৩১
ক্ষণিকা	...	৩৪
রাজবিচার	...	৩৭
প্রার্থনা	...	৪৫
আনারকলি	...	৪৭
স্মৃতিসুখ	...	৫১
বিদায়	...	৫৬

বিকাশ

আলোকে আঁধারে, আশা নিরাশায়,
নিখিল ভুবন মাঝে,
হে দেবতা মোর, মানস মোহন
মূরতি তোমার রাজে ;—
সন্ধ্যা সকালে মেঘের মুকুরে
হেরেছি তোমার ছবি,
অলোক আলোকে ভ'রেছে ধরণী
তোমারি করুণা লভি' ;

—দ্যুলোক, ভূলোক মিশেছে পুলকে
তোমার চরণতলে,
আকাশে, বাতাসে তোমারি কণ্ঠ
ধ্বনিছে শতেক ছলে;
মূর্ত্তিবিহীন কে বলে দেবতা,
হে মোর হৃদয়রাজ,
কতরূপে দেব, তোমার বিকাশ
জড় জগতের মাঝ!

নিদাঘের দিনে হেরেছি তোমারে
অশিব বিনাশে রত,
চমকি' চাহিয়া থেমেছে থমকি'
ধরণী উমার মত!
কাঞ্চনছটা জটাতে তোমার,
ললাটে বহ্নিজ্বালা,
নিশ্বাসে ঘন উগারে অনল
কণ্ঠে ফণীর মালা।

–ভৈরব, তব নেহারি তখন
রুদ্র ভীষণ বেশ,
ফুলেভরা সাজি সাজায়ে ধরণী
চেয়েছিল অনিমেষ;
বসন্ত কোথা লুকা'ল কাননে,
কুসুম শুকা'ল শাখে,
"সংহর তব রুদ্র মূরতি,"
ঊর্দ্ধে দেবতা ডাকে!

বরষাদিবসে হেরেছি তোমারে
শ্যামের মোহন বেশে,
রামধনু আঁকা বাঁকা শিখিপাখা
নীরদ নিবিড় কেশে;
বলাকার মালা বনফুলহার
দোদুল তোমার গলে,
লুটায়ে পড়েছে তটিনী তোমার
চরণে কতনা ছলে!

— ভুবন ভুলান সুরে ঘন ঘন
আকুল ব্যাকুল স্বনে
বাজিয়াছে বাঁশী আকাশে, বাতাসে,
বেতস, বেণুর বনে,
শিহরি' উঠেছে শ্যামলা ধরণী
পুলক বেদনে জাগি,'
কদম, কেতকী কণ্টকি' উঠে
তোমারি মিলন মাগি' !

শরতে তোমায় নারায়ণরূপে
হেরেছি লক্ষ্মী সাথে,
কনকে, ধান্যে ভ'রেছে ধরণী
তোমারি অক্ষিপাতে ;
আকুল পুলকে বসুধার ব্যথা
পলকে গিয়াছে থেমে,
আর্ত্তের তরে পালনকর্ত্তা
মর্ত্ত্যে এসেছ নেমে !

-তখন শরতে সান্ধ্য আকাশে
স্নিগ্ধ জোছ্‌নারাশে,
সৌরভে, রূপে গৌরবময়ী
শুভ্র শেফালি হাসে,
তোমার সরস হাসিটি হেরেছি
বসিয়া সারাটি সাঁঝ,
পেয়েছি তোমার অমিয় পরশ
আমার বুকের মাঝ !

আবার যখন শরতের শেষে
রুগ্ন ধরার লাগি',
স্নেহ বিগলিত জননীর মত
শিয়রে রজনী জাগি'
ফেলিয়াছ শুধু যাতনা জুড়াতে
শিশির অশ্রুধারা,
মুগ্ধ নয়নে হেরেছি তোমারে
নীরবে আপনা হারা !

-হিম হয়ে গেছে ধরার অঙ্গ
মাধুরী গিয়াছে টুটি',
শীতের শাসনে মূর্চ্ছা বিধুর
ধরণী পড়েছে লুটি',
তখনো তোমার বাষ্পজড়িত
সুনীল, আয়ত আঁখি
হেরেছি নিয়ত র'য়েছে জাগিয়া
করুণা অমিয় মাখি' !

শীতের অন্তে তারপর যবে
বসন্ত এল ফিরে,
আশীষে তোমার নবীন জীবন
লভিল ধরণী ধীরে;
রাশি রাশি ফুলে শুভ্র হাসিতে
কপালে, কপোলে তা'র
আঁকি' দিলে স্নেহ চুম্বন লেখা,
অমেয় অমিয়া ধার !

—তখন তোমার পরশ পেয়েছি
মধুর মলয় বাতে,
ডাকিয়াছ মোরে তরু পল্লব
কোমল পলক পাতে,
অন্ধ নয়নে হেরেছি তখন
তোমার পুণ্য আলো,
অন্তর মাঝে অন্ত বিহীনে
আবেশে বেসেছি ভালো !

তোমারি রচিত বিশ্ব কাব্য—
—গভীর অর্থ ভরা,
হে কবি, তোমার কাব্যের মাঝে
তুমি যে দিয়েছ ধরা ;
কল্লোলে তব কণ্ঠে শুনেছি
কাহিনী মধুর ভাষে,
মর্ম্মরে কত মর্ম্মের কথা
বলেছ বিজন বাসে !

—আকাশে, বাতাসে নিয়ত ধ্বনিছে
তোমার মধুর বাণী,
দুর্দ্দিনে, ঝড়ে তোমারি শঙ্খ
ভরসা দিয়াছে আনি,
ভরিয়া উঠেছে চিত্ত আমার
তোমারি বিত্ত দানে,
বিপদে তোমার শান্ত মূরতি
শান্তি এনেছে প্রাণে !

নয়নে আমার সাঁঝের আঁধার
ঘনায়ে আসিবে যবে,
একে একে যত আপনার জন
ছাড়িয়া যাইবে সবে,
বিপদের কালো কাজল তখন
মানস নয়নে আঁকি'
দেখা দেবে কিগো, শেষের সেদিনে
হিয়ার মাঝারে থাকি' ?

—এমনি করিয়া পাব কি তখনো
তোমার চরণ ছায়া ?
এমনি করিয়া ঘিরিবে কি মোরে
তোমার নিবিড় মায়া ?
তন্দ্রা ঘিরিবে ধীরে ধীরে কিগো,
তোমার মধুর বোলে,
ঘুমায়ে পড়িব শিশুর মতন
সোহাগে তোমার কোলে !



নদীতীরে

শুধু এতটুকু স্নেহ,—
তাহারি লাগিয়া আঁচল পাতিয়া
ফিরেছি সকল গেহ !
মানবের ঘরে প্রতি দ্বারে দ্বারে
ভিখারীর মত ফিরিয়াছি হা'রে,
বেদনার ভারে ব্যাকুল হৃদয়,
মূরছি পড়েছে দেহ ।
কেহবা আসিয়া হাসিয়া তাকায়,
মুখ ফিরে কেহ দূরে সরে যায়,
নয়নের বারি নয়নে শুকায়,
মুছিবার নাহি কেহ ।
—হায়, এতটুকু স্নেহ !

সেদিন নদীর তীরে,—
ধরণীর বুকে দুধের উৎস
উথলি উঠিছে কিরে !
বিছান আঁচল, ছল ছল আঁখি,
চখার কণ্ঠে করে ডাকাডাকি ;—
শতপাকে মোরে আপন করিয়া
নিতে চায় যেন ঘিরে !
অভিমানে হায়, করে ঢাকি মুখ,
কাঁদিনু কতনা খালি ক'রে বুক ;
মনে হ'ল এই স্নেহের ধারায়
ডুবে যাই ধীরে ধীরে ;
—অতল নদীর নীরে !

কপালকুণ্ডলা

সৈকতে একা বসে আছি হায়,
বিপুল বারিধি তীরে,
শেষ আশা সম রবির রশ্মি
শূন্যে মিশিছে ধীরে ;
ছেড়ে গেছে যত আপনার জন
কাহারো নাহিক দেখা,
অকূল সিন্ধু সংসার কূলে
ফেলে গেছে মোরে একা ;
নিরাশা কাতর অন্তর লয়ে
যখনি যেদিকে চাই
চারিদিকে শুধু অসীমের খেলা,
কোথাও সীমানা নাই !

-সম্মুখে শুধু ভৈরব রবে
সিন্ধু গরজি' উঠে,
ফেনিলোচ্ছল জলরাশি তা'র
ফণা নাচাইয়া ছুটে ;
বাজে উতরোল প্রলয় বিষাণ
কল্লোলে, কোলাহলে,
সৈকতে লুটি' উলটি' পালটি'
সিন্ধু সলিল চলে ;
কাতর কণ্ঠে যত ডাকি "ওগো,
আয়, আয়, তোরা আয়,"
কর্ম্মীর তরী ঊর্ম্মি দলিয়া
পালভরে চলে যায় !

সহসা এ কোন স্বপনের পুরে
কুহরি উঠিল পাখী,
"পথিক, তুমি কি পথ হারায়েছ ?"
করুণে কে কহে ডাকি ;

বাণীর বীণার ঝঙ্কার যেন
সহসা পশিল কানে,
নভোধরা যেন এক হয়ে গেল
শুধু একখানি গানে!
মিশে গেল সুর নীল সিন্ধুর
কল্লোলে কোলাহলে,
শুধু ঘুরে ফিরে আকাশে, বাতাসে
ধ্বনিল শতেক ছলে!

কম্পিত বুকে আকুল পুলকে
চকিতে চাহিনু ফিরে,—
কোথা হতে এল এ দেবী মূরতি
বিজন সিন্ধু তীরে!
কালো কেশরাশি পড়িয়াছে আসি
সরস উরস 'পরে,
শঙ্কা সরম লেশ নাহি তা'র
নয়ন ইন্দীবরে;—

সন্ধ্যার আলো ভেসে ভেসে আসে
ভাঙ্গা মেঘে থেমে থেমে,
'মৃত্যু'র পথ হ'তে নিতে মোরে
'প্রেম' বুঝি এল নেমে !

এস তবে দেবি, করুণা রূপিণী,
আন নব নব আশা,
আন ত্রিদিবের বিমল জ্যোছনা,
বুকভরা ভালবাসা,
অঞ্চলে আন সকল শান্তি,
অন্তরে সুধা ধারা ;
তোমার মাঝারে আমার যা' কিছু
সবি হ'য়ে যা'ক হারা ;
নয়ন আলোকে সকল কালিমা
নিমেষে মুছায়ে দাও,
পথহারা জনে সাথে সাথী ক'রে
হাত ধরে নিয়ে যাও ।

বাঁশরী

হৃদয় বাঁশরী আজি গো আমার
বেজে উঠে বারে বারে,
নীরবে আসিয়া অধর পরশে
কখন জাগা'লে তা'রে !
শতেক ছিদ্র এ জীবন মাঝে
আজি তব সুর বাজে, ওগো বাজে,-
ভেসে যায় তা'র সে তান লহরী
কোন সাগরের পারে,
বাঁশরীর মত ফুকারি' ফুকারি'
বেজে উঠে বারে বারে !

প্রভাতের মত নীরব নয়নে
চেয়েছ আমার পানে,
ভ'রে গেছে মোর হৃদয় কুঞ্জ
আলোকে, কুসুমে, গানে ;
আঁখি পল্লবে শিশিরের সম
আঁখিজল ছিল যতটুকু মম,
তোমারি নয়ন আলোক পরশে
হাসিতে বিজলী হানে,
ফুটিয়াছে আজ শত শতদল
পঙ্ক মলিন প্রাণে !

অশ্রু-অর্ঘ্য

(কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের মৃত্যু উপলক্ষে।)

বঙ্গবাণীর বিনোদ বীণার
ছিঁড়ে গেছে হায়, সোণার তার,
বাজে হাহাকার ছিন্ন সে তারে,
সুগভীর তান উঠেনা আর !
স্বপনের মত এসেছিল সে যে
ল'য়ে প্রভাতের চেতনা, গান,
ভেঙ্গে গেছে আজ স্বপ্নের ঘোর,
বিষাদের বিষে ভ'রেছে প্রাণ ;
—আজি সুনিবিড় কুহেলির কূলে
নিবে গেছে শেষ আশার আলো,
জনম ভূমির প্রিয় কবি তরে
নয়নের বারি ঢালোগো ঢালো।

এসেছিল সে যে গাহিতে হেথায়
ভারত মাতার গরিমা গান,
সৌরভে, রসে, গরবে, হরষে,
ভরিয়া তুলিতে মোদের প্রাণ ;
ভাবের নিঝরে ঝরেছিল সুধা,
কত ত্রিদিবের মাধুরী ভার,
অযুত তূরীর সুগভীর সুর
বেজে উঠেছিল ছন্দে তা'র,
"মেবারের মহামহিম অঙ্ক"
বিঘোষিত করি' জগতে আজ,
চলে গেছে সে যে স্বরগের পথে
গৌরবে সাধি' আপন কাজ।

'পাষাণীর' দুখে, 'সীতা' শোকে তা'র
নয়ন বহিয়া ঝরেছে নীর,
কঠোর পণের বিরাট গরিমা
দেখা'ল তাহার রাঠোর বীর,

জেগেছিল তা'র উৎসাহ গানে
বাঙ্গালীর বুকে নূতন স্থর,
শ্লেষের হাসির তীব্র আলোকে
সমাজের কালি ক'রেছে দূর ;
মেঘের মাঝারে মন্দ্রের মত
বেজে উঠেছিল "মন্দ্র" তা'র,
আলোকে, পুলকে, দীপ্ত গরবে,
বলনা কে গান গাহিবে আর '

এনেছিল সে যে জাহ্নবী ধারা,
অশ্রুর দেশে বিমল হাস,
আজীবন বসি' বাণীর চরণে
অঞ্জলি দিল কুস্থম রাশ,
সঁপেছিল প্রাণ ঘুচা'তে যে জন
দেশের দৈন্য, দেশের লাজ,
তাঁহারি চরণ স্মরিয়া নীরবে
অশ্রু-অর্ঘ্য ঢালরে আজ।

—আজি স্থনিবিড় কুহেলির কূলে
নিবে গেছে শেষ আশার আলো,
জনম ভূমির প্রিয় কবি তরে
নয়নের বারি ঢালো গো ঢালো।

সুপ্তোত্থিত

আজি এ প্রভাতে বিশ্ব জগতে
কি তেজ ফুটিয়া উঠে,
শুভ্র শীর্ষ আলোড়ি' ঊর্ম্মি
অযুতে অযুতে ছুটে !
হিরণে হিরণে পৃথিবী ভরিয়া
রবির কিরণ উঠিছে ফুটিয়া,
রবির রশ্মি তন্ত্রীতে বাজি',
উঠিছে 'রুদ্র গান ;
অন্ধ আঁধার অপগত আজ
সুপ্তির অবসান !

ললাটে আমার কিরণ মুকুট,
কনক দণ্ড করে,
স্নেহ-সুন্দর সারাটি বিশ্ব
সৃজিত আমারি তরে,
এই যে আমার শ্যামল কুঞ্জে,
ফুটিছে কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে,
এই যে আমার হরিৎ ক্ষেত্রে
দীপ্তি উঠিছে ফুটি',
এই যে উছলে গরবে ফুলিয়া
সিন্ধু চরণে লুটি' !

—জগত জুড়িয়া উল্লাস একি,
একি সুন্দর সাজ !
উৎসাহে মাতি' বিশ্ব জগত
উৎসব রত আজ ;

হিরণে হিরণে পৃথিবী ভরিয়া
রবির কিরণ উঠিছে ফুটিয়া,
দীপ্ত গরবে, আলোকে, পুলকে,
মাতিয়া উঠিছে প্রাণ,
মর্ম্মের মাঝে মদির মন্দ্রে
গরজে রুদ্র গান !

পল্লী-মাধুরী

তরুণ তপন জাগিয়া তখনো
উঠেনি গগন কোলে,
তন্দ্রা তরল তিমির তখনো
তমালের তলে দোলে,
জ্যোৎস্না-ধবল মরালের তরী
বাঁধিয়া মৃণাল ডোরে
কনক মেঘের পুরীতে পরীরা
উড়িয়া গিয়াছে ভোরে,
আকাশে, বাতাসে ভাসে তাহাদের
কণ্ঠের মৃদু গান,
মর্ম্মেতে পশি' তন্ত্রী পরশি'
চঞ্চল করে প্রাণ,

—সুখ স্বপনের পুলকে আকুল
চিত্ত আবেশে ভোর,
আপনা ভুলিয়া বসেছিনু একা
কুটিরের দ্বারে মোর,
পল্লী জননি, খুলে দিলে একি
স্বর্ণ স্বপন দ্বার,
অন্তর মাঝে উথলি' উঠিল
কি সুখের পারাবার!
—চারিদিকে শুধু উঠিছে উলসি'
বিহগ কূজন গীতি,
বকুলের ফুলে ঝরে ফুলঝুরি,
পারুল পরাগে প্রীতি;
অমর লোকের সুষমা যেন গো,
ফুটিয়া উঠিছে ধীরে,
শুধু হাসি, গান, মৃদু আলো, ফুল,
আমার কুটির ঘিরে!

-মুগ্ধ হৃদয়ে ফুলে ফুলে আজ
রচিল স্বপন ঘোর,
বাঁশরীর রব বাজিল মধুর
উদাস হৃদয়ে মোর,
কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে ধ্বনিল
পল্লী গরিমা গান,
নমো কবিতার হে আদি জননি,
করুণা বিভল প্রাণ,
তাপিতের তরে কুটির দুয়ার
মুক্ত ক'রেছ তুমি,
ধন্য হউক পরাণ আমার
তোমার চরণ চুমি'।

আবার যখন সন্ধ্যা বালিকা
চকিত চরণে এল,
জরী ঝলমল নীল অঞ্চল
লীলায় দোলায়ে গেল,

তিমিরে জোয়ার উঠিল জাগিয়া
ডুবে ডুবে গেল দেশ,
রূপসী রজনী এলাইয়া দিল
কুঞ্চিত কালো কেশ,
জননি গো, একি শান্তি গভীর
নেমে এল তোর বুকে,
ধীরে ধীরে ধীরে মুদে আসে আঁখি
আবেশে, সোহাগে, সুখে;
স্নিগ্ধ শ্যামলে চিতার কালিমা
পলকে ডুবিয়া গেল,
দগ্ধ অসাড় অন্তরে মোর
জীবন বন্যা এল;
মৃদুল বাতাসে শত নব আশা
পক্ষ মেলিয়া ধীরে
স্বর্গ সুখের সুষমা মাখিয়া
ফিরিল বক্ষ নীড়ে!

-আজি এ তোমার স্নেহ বিগলিত
অযাচিত করুণায়
নয়নে আমার সুখ বারিধারা
উছসি' বহিয়া যায়;
কতদিন হায়, বিফল আশায়,
মানবের দ্বারে দ্বারে,
কাঁদিয়াছি কত ব্যাকুল ব্যথায়,
আকুল বেদনা 'ভারে,
কেহ ওগো কভু ফিরেও চাহেনি
কহেনি একটি কথা,
তুমি স্নেহময়ি, অঞ্চলবায়ে
ঘুচাইলে সব ব্যথা ;
তোমার স্নেহের কর পরশনে
পুলকি' উঠিছে কায়,
নমো, নমো, নমো পল্লীজননি,
প্রণমি তোমার পায় ;

চিরদিন মাগো, দিও পদধূলি,
অঞ্চল দিও পাতি',
চরণ রেণুর বিলাসে উলসি'
উঠিবে পরাণ মাতি'

বসন্তের রাণী

নূপুরে বাজিছে অলি ঝঙ্কার
রিণিকি ঝিনি,
ওগো গরবিণি, চরণের ধ্বনি
চিনি গো চিনি!
কেন লুকোচুরি, কেন এত লাজ,
অবগুণ্ঠন খুলে ফেল আজ,
এতদিন পরে যদি মনে ক'রে
এসেছ ফিরে,
বাহির হইতে অন্তরে মম
এস গো ধীরে!

প্রথমে তোমার প্রীতির প্রতিমা
প্রভাতে জাগি'
হেরেছিনু কবে 'উজল মধুরে'
চকিত লাগি',---
স্বপ্নজড়িত সেই রূপরাশি,
মৌন মধুর তব মৃদু হাসি,
চঞ্চল করে বন্ধন করা
তিমির বেণী,
মনে পড়ে আজো সরমেতে রাঙা
কপোল খানি !

ফুলশয্যায় শুয়েছিলে যবে
জ্যোৎস্না রাতে,
দেখা হ'ল সেই নিজন নিশীথে
তোমার সাথে ;—

মেঘের আড়ালে কৌতুক রত,
ইঙ্গিত ভরা আঁখি তারা শত,—
কুঞ্জবনের পাতার আড়ালে
লুকায়ে থাকি'
রস উচ্ছল ফুলবালা দল
খুলেছে আঁখি!

আজি এ মধুর মধু যামিনীতে
মোহিনী বেশে
অন্তরে মম রাণীর গরবে
দাঁড়াও এসে,—
ছেয়ে ফেল মোরে সুখের স্বপনে,
ভাসাও চিত্ত জ্যোৎস্না প্লাবনে,
শত কোকিলের কূজন মোদিত
কানন সম,
আলো আর ফুলে ভরিয়া উঠুক
হৃদয় মম!

ক্ষণিকা

বিকাল বেলা ফুলে ঢাকা
বিজন ফুলবন,
বসেছিলাম ফুলের দলে
ডুবিয়ে দিয়ে মন ;-
চুপে চুপে করুণ গানে
গোপন কথা কহিয়া কানে,
জাগা'ল একি পুলক ব্যথা
আকুল সমীরণ !

বাজ্‌লো কাহার নূপুর ধ্বনি
শিউলি তরু মূলে,
চম্‌কে উঠে চাহিনু ফিরে
আপনা গেনু ভুলে ;-
নয়নপাতে সরম নত,
থম্‌কে থেকে ছবির মত,
মুখের পানে চাহিল সে যে
নীরব আঁখি তুলে !

বকুল ডালে ব্যাকুল পাখী
উঠ্‌লো তখন গেয়ে,
ফুলের বুকে আকুল অলি
লুটিয়ে পড়ে ধেয়ে !
সরম রাঙা কপোল দু'টি
প্রবাল প্রভায় উঠ্‌লো ফুটি',
তা'রি আলো ছড়িয়ে প'ল
মেঘের মেলা ছেয়ে !

বিকাল বেলা ফুলে ঢাকা
বিজন ফুলবন,
হাহা ক'রে পাগল পারা
লুটায় সমীরণ !
নয়ন কোণে ঈষৎ হেসে
লুকা'ল সে এক নিমেষে,
রাঙিয়ে দিয়ে নিখিল ভুবন,
রাঙিয়ে দিয়ে মন

রাজবিচার

একদা প্রভাতে নগর প্রান্তে
শত সভাসদ মাঝে,
গাজনী মামুদ ছিলেন তখন
ব্যস্ত বিচার কাজে,—
হেন কালে সেথা যষ্টি ধরিয়া
পরিয়া জীর্ণ বেশ,
কাঁপিতে কাঁপিতে পশিল জনেক
বৃদ্ধ পলিত কেশ,
কুর্ণিশ করি কম্পিত করে
দ্বিধায়-জড়িত বাণী,
করুণ কাতর কণ্ঠে কহিল
জোড় করি দুই পাণি,—

"গরীবের ঘরে শোন সুলতান,
কাল সন্ধ্যার শেষে,
কি জানি কে এক ধনী সন্তান
দুয়ারে দাঁড়াল এসে,
অনুচর তা'র লুটে লয়ে গেল
যা'কিছু আছিল মোর,
অত্যাচারের নিঠুর পীড়নে
রজনী করিয়া ভোর ;
কোন মতে প্রভু, রেখেছিনু কাল
রাত্রি আঁধার ঘোরে
কন্যারে মোর অপমান হ'তে
কষ্টে গোপন ক'রে ;
আজ প্রভু, মোরে এ বিপদ হ'তে
বাঁচাও, বাঁচাও তুমি,
শুষ্ক শীতল ওষ্ঠে তোমার
চরণ যুগল চুমি।"

আঁখিজল মুছি', বক্ষে চাপিয়া
উদ্যত রাজরোষ,
কহে সুলতান, "বৃদ্ধ আমার
মার্জ্জনা কর দোষ ;
গত রজনীতে কষ্ট পেয়েছ
আমারি ত্রুটির লাগি',
আজিকে তোমার কুটিরের দ্বারে
রহিব প্রহর জাগি' ;
নির্ভর কর, ভয় কি তোমার
দেশেতে থাকিতে রাজা,
নিজ হাতে আজ দিব গিয়া তা'রে
চোরের উচিত সাজা।"
—বিচারের শেষে ভেঙ্গে গেল সভা,
উল্লাস কোলাহলে
ভক্তি বিনত সভাসদ যত
চলে গেল দলে দলে।

—নির্জ্জন রাতে অশ্বারোহণে
চারিটি প্রহরী সাথে,
চলে সুলতান গম্ভীর গতি
দীর্ঘ অসিটি হাতে,
বন পথ ছাড়ি' বাঁধিয়া ঘোটকে
জীর্ণ বটের আড়ে,
পল্লী প্রান্তে আসিয়া থামিল
বুড়ার কুটির দ্বারে।
সুলতানে হেরি কাতর কণ্ঠে
কহিল বৃদ্ধ কাঁদি',—
"নিয়ে যায় প্রভু, কন্যারে মোর
নিঠুর পীড়নে বাঁধি',
দয়ামায়াহীন পিশাচের হাতে
রক্ষা করগো মোরে;"
বলিতে বলিতে ঢলিয়া পড়িল
দারুণ মূর্চ্ছা ঘোরে।

"নিবাও প্রদীপ"—অনুচরগণে
স্থলতান ডাকি' বলে,
বজ্র মুঠিতে কৃপাণ ধরিয়া
কক্ষের দিকে চলে ;
আঁধারের 'পরে আঁধার নেমেছে
নিবেছে সকল আলো,
তা'রি মাঝে সেথা নৃত্য করিছে
মৃত্যু নিবিড় কালো !
—করুণ কণ্ঠে চিৎকার কা'র
সহসা পশিল কানে,
কে ওই রমণী আলুথালু বেশ
ছুটে আসে তাঁ'র পানে,
—উষ্ণীষে কা'র মুক্তা মাণিক
ঝলকে আঁধার মাঝে,
মত্ত আবেগে ছুটে আসে ওকে
রমণীর পাছে পাছে ;

মামুদের করে মুক্ত কৃপাণ
তুচ্ছ করিয়া বাধা,
পলকের মাঝে কাটিল তাহার
মুকুট সঙ্গে মাথা ;
—পদতলে তাঁ'র লুটায়ে পড়িল
রমণী ভয়েতে মূক,
—ফেনিল তপ্ত রক্তের স্রোতে
ভিজে মামুদের বুক !

"জ্বালো, জ্বালো আলো," কহিল মামুদ,
কঠোর বজ্র রবে,
ভূমিতলে লুটে এ কোন অভাগা
এখন দেখিতে হবে ;
শাসনের কালে চেনা মুখ হেরি
পাছে বা বিচার ভুলি,
পাছে আসে দ্বিধা, নিবাতে বলিনু
সকল আলোকগুলি,

বিচার আমার শেষ হ'য়ে গেছে
এখন চাই যে আলো,
কার্য্য সমাধা হ'য়ে গেছে এবে
ত্বরিতে প্রদীপ জ্বালো।"
জ্বলিল প্রদীপ। অনুচর চারি
চিৎকার করি' উঠে,
সাহাজাদা ওযে শোণিতে ডুবিয়া
ভূমিতে পড়িয়া লুটে!
নিজ হাতে আজ মামুদ কেটেছে
নিজের পুত্র শির,
শুনে দলে দলে ছুটে আসে লোক
নয়নে অশ্রুনীর।
—মামুদ তখন নতজানু হ'য়ে
উদ্দেশে দেবতার,
উর্দ্ধে চাহিয়া করজোড় করি'
প্রণমে বারম্বার,

"ধন্য তুমি হে পরমেশ্বর,
ধন্য রাজাধিরাজ,
তোমারি কৃপায় সাধিয়াছি আজ
রাজার উচিত কাজ।"

প্রার্থনা

উচ্চ আমারে করিও না দেব,
উষর অদ্রি সম,
চাহিনা তাহার দীপ্ত মহিমা
মূর্ত্তি মধুরতম ;
করিও আমারে নীচ সমতল
কর্ষণক্ষত বুক,
লভিব পুলকে ক্ষুধিতের মুখে
অন্ন দানের সুখ ।

করিওনা মোরে উর্ম্মি মুখর,
স্বষ্টি শোভার সার,
বিস্বাদ বারি. অসীম, অপার,
উদ্বেল পারাবার ;
করিও আমারে ক্ষীণ বারিধারা
নির্ঝর গিরি'পরে,
ছোট হয়ে তবু যোগাইব জল
তৃষ্ণা আতুর তরে।

আনারকলি

[ইরাণী বাঁদি আনারকলির রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া সাহাজাদা সেলিম গোপনে তাহার পাণিগ্রহণ করেন। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট আকবর আনারকলিকে জীবন্ত কবরে প্রোথিত করিবার আদেশ দেন। সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর সেই কবরের উপর একটি সুন্দর সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন]

কল কোলাহল কে তোলে হেথায়,
উল্লাসে নাচে কেবা ?
নর্ত্তনশীলা, হাস্য মুখরা,
ফেনিলোচ্ছলা 'রেবা' !

তটিনী তোমার বিলোল বিলাস,
নর্ম্ম নটন, উছলিত হাস,
কর পরিহার এ সমাধি মূলে,
এখানে দেখিবে কেবা,
চুপ কর হেথা, নত কর মাথা,
ধীরে ধীরে যাও 'রেবা'

—ওই যে ওখানে শ্যামলা লতার
সুনিবিড় স্নেহে ঢাকা,
অশ্রু জমায়ে গাঁথা সমাধিটি
করুণ কাহিনী মাখা,
কোন বিরহীর বুকভাঙ্গা শ্বাস
সান্ত্বনা লাগি' পরশে আকাশ,
স্তম্ভের সারি রাজে চারি ধারে
গগনের গায় আঁকা,
প্রতি রেণু তা'র আনারকলির
সকরুণ স্মৃতি মাখা !

ছিলনা সে কোন নারী গরীয়সী,
রাণী কি বাদসাজাদি,
দৈন্যের মাঝে জীর্ণ কুটীরে
ছিল সে ইরাণী বাঁদী ;
তবু, তবু তা'র সমাধির তলে,
কাঁদ গো তটিনী ছল ছল ছলে,
নিঠুর পীড়নে দিয়াছে সে প্রাণ,
জনম গিয়াছে কাঁদি,'
ফুলের মতন ফুটে ঝরে গেছে
নীরবে ইরাণী বাঁদী !

এখনো তাহার সমাধির মূলে
নিজন নিশীথে আসি'
নয়নের নীর নীরবে কে ঢালে,
ফুকারে কাহার বাঁশী,

পাখীর কাকলি ধীরে থেমে যায়,
বাতাস কাঁদিয়া করে হায়, হায়,
নিরালার মাঝে কে আসি' সেথায়
বরিষে কুসুম রাশি,
জ্যোৎস্না তখন থমকি' দাঁড়ায়
অশ্রু সায়রে ভাসি'!

স্মৃতিসুখ

মনে পড়ে সখি, দেবের দেউলে
গোধূলি লগ্নে শুভ সাঁঝে,
সাক্ষী দেবতা, সন্ধ্যারতির
কাঁসর, ঘণ্টা ঘন বাজে,
—সেদিন নীরবে আঁখিতুলে
বরণ করিয়া লয়েছিলে মোরে,
সেদিনের কথা গেছ ভুলে ?
হাতে হাত রাখি,' বুকে রাখি' মাথা,
দাঁড়ালে আমার পাশে এসে,
লজ্জা জড়িত আঁখি পল্লব,—
কত জনমের বধূ বেশে !

মনে পড়ে সখি, নীরব নিশীথে
যেদিন পরা'লে মালাগাছি,
বিশ্বজগতে শুধু দু'টি প্রাণী
ছিনু মোরা দোঁহে কাছাকাছি ;
—ফুলে ফুলময় মধুরাতি,
চিনিনু দু'জনে জনমে জনমে
যুগে যুগে মোরা চিরসাথী ;
পুণ্য লগনে,মধুর মিলনে,
বরিয়া লইনু চিরতরে,
পদ্মকোরক তনুলতা তব
দিলে উপহার মোর করে !

মনে পড়ে সখি, বন-বীথিকায়
কত কৌতুক রস হাস,
কত ছুটোছুটি, কত লুকোচুরি,
কত ইঙ্গিত, পরিহাস ;

—কুঞ্জবনের ছায়াতলে,
আঁধারে গোপনে মিলেছি দু'জনে
গুরুজনে ছলি' কত ছলে;
গণ্ডে তোমার ফুটায়ে তুলেছি
রক্ত গোলাপ মধুমাখা,
সেই শুভদিন, সেই তরুতল,
র'বে চিরদিন মনে আঁকা!

মনে পড়ে সখি, গুরু গুরু মেঘ
গগনে গরজে ঘন ঘন,
ভরি' চারিধার নামিল আঁধার,
ঘন বারিধারা বরিষণ;
—আমার বক্ষনীড় মাঝে
কত না সোহাগে বেঁধেছিলে বাসা
সেদিন বরষা শুভ সাঁঝে;

কপোতের মত কতনা কূজন,
কল কল ভাষে কত কথা,
ছল ছল আঁখি, দুরু দুরু হিয়া,
আবেশে শিথিল তনুলতা !

মনে পড়ে সখি, বুকে বুক দিয়ে
হৃদয়ের কথা জানাজানি,
নীরব ভাষায় নয়নে নয়নে
কত ইঙ্গিত. কানাকানি ;
—তোমার ওষ্ঠাধর পুটে,
ভ্রমরের মত কত বার বার
নিয়েছি কত না মধু লুটে ;
আবেগে কাঁপিয়া, সোহাগে গলিয়া,
কতদিনে কত মধুরাতে
চুমিয়াছি দোঁহে কত শতবার,
কপালে, কপোলে, আঁখিপাতে

জানি সখি, জানি, এই সব কথা
মনে গাঁথা রবে চিরদিন,
চিতার আগুনে নহে তা'র শেষ,
কোনদিন নাহি হবে লীন ;
—এই জীবনের পরপার,
চিরদিন তরে মিলিব দু'জনে,
ঘুচিবে সকল দুখভার ;
যেতে হ'ল হায়, নাহিক উপায়,
স্মৃতিটুকু শুধু মনে রেখো,
ব্যথার চিহ্ন দিওনা লাগিতে
যেথা থাক তুমি সুখে থেকো ।

বিদায়

আমারে বিদায় দাও, সুখে থাক সবে,
হেথা মোর নাহি কোন কাজ,
আমার যা' কিছু ত্রুটী, যাহা কিছু দোষ,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর আজ।
স্নেহ, সুখ, ভালবাসা, ক্ষমা, দয়া, মায়া,
হেথা তা'র নাহি পরিচয়,
আছে শুধু হাহাকার, শুধু আঁখিজল,
পুতনার স্নেহ অভিনয়!
তাই আজ বার বার শুধু মনে হয়
কি সুখে এখানে থাকি মিছে,

কেন চিরদিন ধরে নিরাশ হৃদয়ে
ঘুরে মরি আলেয়ার পিছে,
তাই আজ মনে হয় চলে যাই দূরে,
এ পারের খেলা যাক্ চুকে,
জীবনের পরপারে লভিতে বিরাম
স্নেহময়ী ধরণীর বুকে।

ধরণীর স্নেহাশীষ শ্যাম তৃণদলে
ঢেকে যাবে সমাধি আমার,
করুণায় বিগলিত ছল ছল ছলে
নদীটি কাঁদিবে অনিবার;
আমার ব্যথার ব্যথী, দুখের দরদী,
শোকগান গাহিবে সমীর,
শূন্য হৃদয়ে শুধু উদাস আকাশ
থেকে থেকে শ্বসিবে গভীর,

বরষিবে আঁখিজল শিশিরের ছলে,
শোকে মোর কত সে কাতর,
হৃদয়ের স্নেহধারা নয়ন বহিয়া
গলিয়া পড়িবে ঝর ঝর !
—ভুলে যাও সব দোষ বিদায়ের দিনে,
সব স্মৃতি ধুয়ে মুছে যাক্,
স্নেহের কাঙ্গাল কভু পারেগো ফিরাতে,
অযাচিত এ স্নেহের ডাক !